যুগান্তর

তারিখ ... 24 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

9 Report

৬৪ টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্র শিক্ষকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়েছে। ১১ বছর আগে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোকে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে রূপান্তর করা হয় একটি প্রকল্পের আওতায়। এসব প্রতিষ্ঠানে ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। কর্মরত রয়েছেন ১৩শ' শিক্ষক-কর্মকর্তা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ও কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়িত এ প্রকল্পটির মেয়াদ ২০০৪ সালের জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও দেশে বেকারত্ব হ্রাস ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ প্রকল্পটি আশানুরূপ ফল দেয়ায় তা সরকারের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সুপারিশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রকল্পটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সরকারের কাছে সুপারিশ করা হলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী ও প্রায় দেড় হাজার শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন।

সূত্র জানায়, দেশের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল করতে ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে পুরনো ৫১টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ভিটিআই) ও নতুন ১৩টি ভিটিআইয়ের ভৌত অবকাঠামো এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে (টিএসসি) রূপান্তর করা হয়। টিএসসিতে ৯৫শ মাদ্রাসার ছাত্রদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দিতে বলা হয়। মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা নেয়া জনগোষ্ঠীকে আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষা দিতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয় ৭৪ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। পর্যায়ক্রমে এ প্রকল্পের অধীন ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। নিয়োগ দেয়া হয় প্রায় ১৩শ' শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী। প্রকল্পের অধীনে ভিটিএসগুলোতে অনিশ্চিত : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

অনিশ্চিত : টেকনিক্যাল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বসানো হয় আধুনিক যন্ত্রপাতি। কিন্তু ২০০৪ সালে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সরকারের এক বার্ষিক রিপোর্টে এ প্রকল্প শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে মন্তব্য করা হয়। বলা হয়, এ প্রকল্পটি সরকারের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা না হলে প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। অকেজো হয়ে পড়বে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে স্থাপিত ভৌত কাঠামো, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ ও সরকারি ব্যয়ে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষিত শিক্ষকরা বেকার হয়ে পড়বেন বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে রিপোর্ট দেয়া হয়। উপরন্তু এ প্রকল্পটি দেশের প্রতিটি জেলায় এতটাই ফলপ্রসূ প্রভাব পড়েছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় জেলার পাশাপাশি প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু জেলায় সৃষ্ট টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজগুলোকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়নি। এ কলেজগুলোকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা না হলে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন।